দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 05 MAR 20
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শিক্ষকের যোগ্যতা

দেশের শিক্ষার মান ভাল নয়। সবাই এক বাক্যে স্বীকার করেন, যারা স্কুল সার্টিফিকেট পাস করে তাদের অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক সার্টিফিকেট পাসের যোগ্য নয়। উচ্চ মাধ্যমিকেও একই অবস্থা। আর গ্র্যাজুয়েশনের মান যে দীর্ঘদিন হলো নেমে গেছে এবং প্রতিনিয়ত নেমে যাচ্ছে এটা এখন স্বীকৃত। কেন দেশের শিক্ষার এ হাল? কারণ খুঁজতে গেলে কারণের অনেক ডালপালা বের হবে। তবে এর মূল বা কাণ্ডর দিকে তাকালে যে কোন একটা হবে শিক্ষকের অভাব। স্কুল সার্টিফিকেট পাশকে যিনি স্কুল সার্টিফিকেট পাসের যোগ্য করে তুলবেন, গ্র্যাজুয়েটকে যিনি প্রকৃত গ্র্যাজুয়েটই করবেন ওই কারিগরের সংখ্যা দেশে কমে গেছে। কারিগর হয়েছে এখন ভূরি ভূরি। কিন্তু প্রকৃত কারিগর নেই। কেন নেই তার একটি দিক তুলে ধরেছেন প্রবীণ শিক্ষক টিআইবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। তিনি বলেছেন, শুধু ফার্স্ট ক্লাস দেখে শিক্ষক নিয়োগ দিলে হবে না, শিক্ষকের একটা দর্শন থাকতে হবে। প্রফেসর মোজাফফর আহমদের কথাটির একটু ব্যাখা প্রয়োজন। তিনি নিশ্চয়ই ফার্স্ট ক্লাস বলতে বর্তমান দিনের ফার্স্ট ক্লাস বুঝিয়েছেন। তাদের আমলের ফার্স্ট ক্লাসকে তিনি উল্লেখ করেননি। কারণ তখন একজন ছাত্রকে সার্বিক বিচারে ফার্স্ট ক্লাস দেয়া হতো। তার জীবন দর্শন, তার আচরণ এবং পড়ার বইয়ের বাইরে তার বিচরণ— সব কিছুই যোগ্য হতো তাকে ফার্স্ট ক্লাস দেবার ক্ষেত্রে। এখন অবশ্য সে দিন বদলে গেছে। এখন কোথাও কোথাও ছাত্রের রাজনীতি, ছাত্র-শিক্ষকের বাসার বাজার কতদিন করে দেন এসব যোগ্য হয়। তাই অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ প্রথম শ্রেণীকেই শুধু যোগ্যতার মাপকাঠি বিচার না করতে বলেছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের বাক্যের শেষ অংশটি। তিনি বলেছেন, শিক্ষকের একটি দর্শন থাকতে হবে। এই দর্শনটিই একজন শিক্ষকের জন্য সব থেকে বড়। শিক্ষক যতক্ষণ না তার জীবনদর্শনে শিক্ষাদানকে ব্রত হিসেবে নিতে পারবে ততক্ষণ ছাত্র তার কাছ থেকে কিছু পাবে না। আসলে এটা শুধু শিক্ষক পেশার জন্য নয়, সব পেশার জন্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন মানুষ যতক্ষণ তার পেশাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ না করছে ততক্ষণ সে ওই পেশার মাধ্যমে কাউকে কিছু দিতে পারবে না। তবে শিক্ষকের পেশাটি এমন যেখানে তার আগামী দিনের নাগরিক তৈরি করতে হয় তাই দর্শনটি বড় হয়ে দেখা দেয়। এ কারণে সত্যিই যদি আমরা আগামী দিনের নাগরিক গড়তে চাই তাহলে অবশ্য আগামীতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের এই বক্তব্যকে সত্য মেনে জাতিকে এগুতে হবে। একে অস্বীকার করলেই ভুল হবে।

প্রফেসর আহমদ তাঁর ওই বক্তব্যে শিক্ষা সম্পর্কে আরেকটি চরম সত্য বলেছেন। সেটা আমাদের শিক্ষানীতি নিয়ে। দেশের প্রতিটি মানুষ জানে যে, স্বাধীনতার পর পরই কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি মোটামুটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে আধুনিক ওই শিক্ষানীতিকে আর গ্রহণ করা হয়নি। এর পরে দেশের শিক্ষানীতি শুধু প্রতিক্রিয়া ও পশ্চাৎপদতার দিকে যায়নি, গড্ডলিকা প্রবাহেও ভেসে চলেছে। এরপরে এখন একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে যখন যে সরকার আসবে তারা একটি কমিশন করবে এবং নতুন এক ধরনের শিক্ষানীতি হাজির করা হবে। এই চক্র ভেঙ্গে জাতি বের হয়ে আসতে পারছে না। শুধু যে চক্র ভেঙ্গে বের হতে পারছে না তা নয়, চক্র ভেঙ্গে কোথায় যাবে সেটাও বুঝতে পারছে না। ঠিক এই সময়ে অধ্যাপক আহমদ বলেছেন, দেশের শিক্ষানীতি উপর থেকে চাপিয়ে দিলে হবে না -এটা সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে আসতে হবে। তারা আসলে কী চায় শিক্ষার ভেতর দিয়ে। সাধারণ মানুষ কী চায় এটা অবশ্যই গভীরভাবে বুঝতে হবে, তার পরেই শিক্ষানীতি তৈরি করতে হবে। মনে রাখা দরকার একটি দেশের শিক্ষানীতিতে গ্রহণ আছে কিন্তু অনুকরণ সেখানে বড় নয়। আমরা বার বার শিক্ষানীতি প্রণয়ণ করতে গিয়ে সারা পৃথিবী ঘরি কিন্তু দেশের